হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিচিতি :

১৯৮৩ সালে ৬৮ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সরকার হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করে । ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পদাধিকার বলে এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং সরকার কর্তৃক ৩(তিন) বছরের জন্য মনোনীত **২১** জন বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিত্ব নিয়ে গঠিত বোর্ড ইহার কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে থাকে ।

মাননীয় মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের সরকারী বাসবভনে ট্রাস্টি বের্ডের সভার একটি দৃশ্য।

কার্যাবলি :

হিন্দুধর্মীয় কার্যালয় প্রধানত দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় মঠ/মন্দির/আশ্রম ও শ্মশানের সংস্কার/উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে । এছাড়াও অধ্যাদেশে বর্নিত কার্যাবলী সমূহ হচ্ছে ;

১) হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণে রত থাকবে ।

২) সুনির্দিষ্টভাবে কোন পরিবর্তন ব্যতিরেখে অধ্যাদেশ অনুযায়ী ট্রাস্টের কাজ নিম্নরূপে নির্ধারিত হবে ।

গ) হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর রক্ষণা-বেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

ঘ) হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমুহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং

ঙ) অধ্যাদেশে বর্নিত অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ।

তহবিল :

সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকে গচ্ছিত রেখে প্রাপ্ত লভ্যাংশই ইহার আয় । প্রতিষ্ঠা লগ্নে এই স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ছিল ২(দুই) কোটি টাকা। বর্তমানে এই আমানতের পরিমাণ বেড়ে ২১ (একুশ) কোটিতে উন্নীত হয়েছে ।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা :

সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ দিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও প্রশাসনিক ব্যয় মিটানো হয়। ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে মন্দির/মঠ/আশ্রম ও শ্মশান সংস্কার ও মেরামত এবং দুঃস্থদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকায় ভাড়াবাড়ীতে অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে ০১ জন সচিব, ০১ জন ফিল্ড অফিসার, ০১ জন পি,এ, ০১ জন হিসাব রক্ষক, ০১ জন সহকারী হিসাব রক্ষক কাম ক্যাশিয়ার, ০১ জন অফিস সহকারী, ০১ জন গাড়ী চালক, ০২ জন অফিস সহায়ক, ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী ও ০১ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কর্মরত রয়েছেন।

কার্যক্রম :

ক) **হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বিতরণ–**

সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের বার্ষিক লভ্যাংশের অর্থ দ্বারা ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে ১,৪০৬ টি প্রতিষ্ঠানে ১,৫৮,২৯,০০০/-(এক কোটি আটান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার) টাকা এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৮৪৮ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ৩৬,৬৩,০০০/- (ছত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

খ) শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা–

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা দেশের ২৯,০০০ পুজা মন্ডপের মধ্যে প্রায় ৮,০০০ পূজা মন্ডপে বিতরণ করা হয়েছে।

গ) মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম –

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক **"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম"** ৪র্থ পর্যায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের হিন্দু অধ্যুষিত ৫৩ টি আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৫,৭৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করে সমগ্র দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ১,৬৫,০০০ কোমলমতি শিশু কিশোরদের মন ও মননে ধর্মীয় ও নীতি শিক্ষার প্রভাব পড়ছে এবং ৬,২৫০ জন বয়স্ক লোককে নিরক্ষরমুক্ত করা হচ্ছে। ফলে তারা দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। এছাড়া দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে এবং প্রায় ৮,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসনে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

ঝিনাইদহ জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রের শিক্ষিকাকে দেখা যাচ্ছে।

ঘ) ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেবাইত ও পুরোহিদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ –

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক " **ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেবাইত ও পুরোহিদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ** " শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ০৭টি বিবাগে ০৭টি শাখা অফিসের মাধ্যমে তিন বছওে ২৫,০০০ জন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির কার্যক্রম এ অর্থ বছরে শুরু করা হয়েছে।

ঙ) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অন্যান্য কার্যক্রম –

০১.হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জরিপ ও তালিকাভুক্তি :

বাংলাদেশে কতগুলো হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে তার সঠিক কোন তথ্য কোথাও না থাকায় জরিপ করার মানসে প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তিকরণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় এ অর্থ বছরে ২৫০টি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করে তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে।

০২.ধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা :

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টে হিন্দু ধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে । গত অর্থ বছরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে শুভ জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৩.জাতীয় দিবস উদযাপন –

প্রধান কার্যালয়সহ ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য মন্দিরসমূহে এবং দেশের পাঁচ হাজার সাতশত পঞ্চাশটি প্রাক-প্রাথমিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, জাতীয় শোক ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে সরকারি রাজস্ব বরাদ্দে জেলা পর্যায়ে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোকদিবস এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি শুভ জন্মাষ্টমী পালন করা হচ্ছে।

মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন দি বেটার ফর ওয়াল্ডের ব্রহ্ম কুমারী দুলালী।

মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী গুরুসেবানন্দ।

০৪.সরকারি ছুটি নির্ধারণ :

২০১৫খ্রিস্টাব্দে সরকার যে ছুটি ঘোষণা করে থাকে তার হিন্দু পর্ব কোন্ কোন্ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে এ তথ্য হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ছুটি নির্ধারণ কমিটির সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে সরকারকে জানিয়ে থাকে। পরবর্তীতে মন্ত্রী পরিষদ সেটি চুড়ান্ত করে থাকে।

০৫.মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় :

হিন্দুধর্মীয় পর্ব শুভ জন্মাষ্টমী এবং বিজয়া দশমী উপরক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ঢাকাস্থ বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে অতিথি নির্বাচন এবং অনুষ্ঠানের দিনে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রায় ২০০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে শুবেচ্ছা বিনিময় করেছেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাড. আব্দুল হামিদ এর সঙ্গে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌর গোপাল সাহাকে শুভ জন্মাষ্টমীতে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যাচ্ছে পার্শ্বে ট্রাস্টি শ্রী নির্মল পাল ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবেশানন্দ মহারাজ।